২৫

তারিখ ... ২৬।১০।২০০৫
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৩ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

বেসরকারী স্কুল কলেজ পরিচালনা কমিটির কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ ধামাচাপা পড়েছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বেসরকারী স্কুল ও কলেজ পরিচালনা কমিটির কাঠামো পরিবর্তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ থেমে গেছে। লাগাতার শিক্ষক আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য মন্ত্রণালয় এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষকদের দাবি পূরণ ও শিক্ষক আন্দোলন থেমে যাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন চুপচাপ। তবে স্কুল ও কলেজ পরিচালনা কমিটিতে দাতা ও আজীবন সদস্য হবার ক্ষেত্রে এককালীন দেয়া চাঁদার পরিমাণ সরকার পুনর্নির্ধারণ করেছে।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালের ম্যানেজিং কমিটি ও গবর্নিং বডি সংক্রান্ত রেগুলেশনের দাতা ও আজীবন ভোটার হবার ব্যাপারে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, বেসরকারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে আজীবন ভোটার হবার ক্ষেত্রে এক কালীন ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। এ ছাড়া ম্যানেজিং কমিটিতে দাতা হিসাবে ভোটার হতে চাইলে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। অনুরূপভাবে কলেজের গবর্নিং বডিতে দাতা ও আজীবন ভোটার হতে চাইলে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা (দাতা) ও এককালীন ৫০ হাজার টাকা (আজীবন ভোটার) প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, গত জুলাই-আগস্টে বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলন চলাকালে সরকার স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও কলেজের গবর্নিং বডির কাঠামো পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়। তখন মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য ছিল যে, বেসরকারী শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং শ্রেণীকক্ষে তাদের পাঠদানে অধিক মনোযোগী ও দায়িত্বশীল করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

এই পদক্ষেপের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর আন্দোলনরত শিক্ষকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সূত্র মতে, মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ছিল এক শ' ভাগ বেতনের দাবিতে চলমান শিক্ষক আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক আন্দোলনের মুখে সরকার শিক্ষকদের দাবি আংশিক মেনে নেয়। আর ম্যানেজিং কমিটি বা গবর্নিং বডির কাঠামো পরিবর্তন প্রক্রিয়া ধামাচাপা পড়ে।